দ্বিতীয় অধ্যায়

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস

ভূমিকা

২.১ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও বাংলাদেশ সন্তোষজনক জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে । অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের বৈচিত্র্যের ফলে প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারা টেকসই হয়েছে। গত পাঁচ বছরে বার্ষিক গড়ে ৬.১ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। প্রবৃদ্ধির ধারাকে আরো উচ্চতর হারে উন্নীত করে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে সরকার 'রূপকল্প-২০২১' কর্মসূচি গ্রহণ করে। ইতোমধ্যে কতিপয় আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্র যথা-স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য হ্রাস ও প্রাথমিক শিক্ষায় লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। অগ্রগতির এ ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সরকার মধ্য মেয়াদে উন্নয়নের প্রাধিকার হিসেবে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে জনমিতিকলভ্যাংশের সুবিধা গ্রহণ, গুরুত্বপূর্ণ খাতে সরবরাহ সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ, রাজস্ব প্রশাসন ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন ও নতুন কর নীতি বাস্তবায়ন, ব্যবসা ও বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ সৃজনের মাধ্যমে বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও বর্ধিত সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং বিশ্ব অর্থনীতির পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বহিঃস্থ চাহিদা বৃদ্ধির সুযোগ কাজে লাগিয়ে রপ্তানি ও প্রবাস আয়ের উচ্চ প্রবাহ অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

২.২ এ অধ্যায়ে বিশ্ব অর্থনীতির সাম্প্রতিক উন্নয়ন অবস্থা এবং বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। অধ্যায়ের প্রথমাংশে বিশ্ব অর্থনীতির সাম্প্রতিক উন্নয়ন গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করে পরবর্তীতে দেশীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে সর্বশেষ অগ্রগতি তুলে ধরা হয়েছে। এরপর বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি, বাণিজ্য ও পুঁজিপ্রবাহের সাম্প্রতিক গতিধারা ও সম্ভাব্য প্রক্ষেপণ বিবেচনার ভিত্তিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। একইসাথে প্রয়োজনীয় নীতি কাঠামো ও সম্ভাব্য নীতি কৌশলসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।

বিশ্ব অর্থনীতির সাম্প্রতিক পরিস্থিতি

২.৩ বিশ্ব অর্থনীতির পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া পূর্ব ধারণার চেয়ে শক্তিশালীরূপে আবির্ভূত হলেও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে এর গতি ভিন্নতর। বিশ্ব অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ২০১৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শক্তি সঞ্চার করেছে। ইউরো অঞ্চল মন্দাবস্থা হতে পুনরুদ্ধার পর্যায়ে উত্তরণের ফলে প্রবৃদ্ধি অর্জনের হার ৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে যা চলতি বছরে ৩.৬ শতাংশ হবে মর্মে আশা করা হচ্ছে। উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহে রাজস্ব সংহতকরণ হ্রাস পেয়েছে, টেকসই ঋণ সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের উদ্বেগ কমে এসেছে এবং ব্যাংক ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হচ্ছে। এসকল সক্রিয়তা উদিয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করছে। কারণ অগ্রসর অর্থনীতির দেশসমূহে প্রবৃদ্ধি উচ্চতর হলে উদিয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহ বর্ধিত রপ্তানির সুযোগ পায়। বৃহৎ অর্থনীতির দেশসমূহে নিম্ন মূল্যস্ফীতি বিরাজমান থাকায় বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতিতে বর্তমানে হ্রাসমান ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে (সারণি ২.১)

সারণি ২.১.বিশ্ব অর্থনীতি: প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতি

দেশ/অঞ্চল	মূল্যস্ফীতি				জিডিপি প্রবৃদ্ধি			
	প্রকৃত		প্রক্ষেপণ		প্রকৃত		প্রক্ষেপণ	
	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫
উন্নতঅর্থনীতি	২.০	১.৪	১.৫	১.৬	১.৪	১.৩	২.২	২.৩
যুক্তরাষ্ট্র	২.১	১.৫	১.৪	১.৬	২.৮	১.৯	২.৮	৩.০
ইউরো অঞ্চল	২.৫	১.৩	০.৯	১.২	-০.৭	-০.৫	১.২	১.৫
উদীয়মান ও উন্নয়নশীল এশিয়া	৪.৬	৪.৫	৪.৫	৪.৩	৬.৭	৬.৫	৬.৭	৬.৮
চীন	২.৬	২.৬	৩.০	৩.০	৭.৭	৭.৭	৭.৫	৭.৩
ভারত	১০.২	৯.৫	৮.০	৭.৫	৪.৭	৪.৪	৫.৪	৬.৪
বাংলাদেশ	১০.৬	৭.৭	৭.০	৬.০	৬.৫	৬.২	৬.৫	৭.৩

উৎসঃ আইএমএফ আউটলুক, এপ্রিল'১৪, অর্থ বিভাগ ও বিবিএস

২.৪ বিশ্বব্যাপি সাধারণ মূল্যস্ফীতি (headline inflation) কমে আসার অন্যতম কারণ হচ্ছে পণ্যসামগ্রীর মূল্য হ্রাস বিশেষ করে জ্বালানি ও খাদ্য দ্রব্যের দাম কমে আসা (চিত্র ২.১)। তেল ও চালের সর্বশেষ প্রাক্কলনে ২০১৪ সালে এ দু'টি পণ্যের পরিমিত/মাঝারি মূল্য হ্রাসের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। উদিয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহে মূল্যস্ফীতির বর্তমান হার ৬ শতাংশ হতে ২০১৫ সাল নাগাদ ৫.২ শতাংশে নেমে আসবে মর্মে আশা করা হচ্ছে।

চিত্র ২.১. অপরিশোধিত তেল ও চালের মূল্য

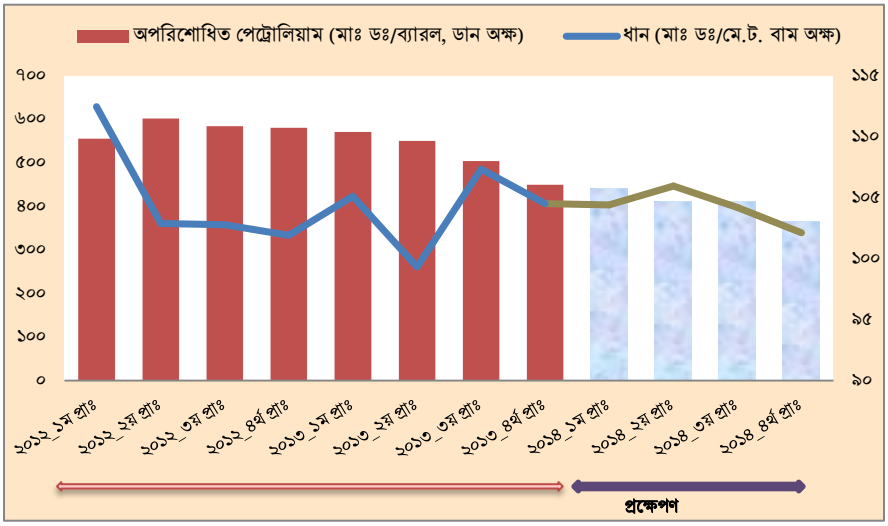

উৎসঃ বিশ্ব ব্যাংক

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক কর্মকৃতি

প্রকৃত খাত

২.৫ বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি অর্জনের গতিশীল ধারা অব্যাহত রয়েছে। গত ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৬.২ শতাংশ হারে জিডিপির প্রকৃত প্রবৃদ্ধি অর্জনে ব্যক্তিগত ভোগের পাশাপাশি সরকারি ভোগ, বিনিয়োগ ও প্রবাস আয়ের উৎসাহব্যঞ্জক প্রবাহ সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। অধিকন্তু, জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও পরিবহন খাতে সরবরাহ প্রতিবন্ধকতা হ্রাসে সরকারের গৃহীত চলমান উদ্যোগসমূহের প্রভাবে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি অর্জন অর্থনীতির প্রকৃত প্রবৃদ্ধি অর্জনকে ত্বরান্বিত করেছে। তবে, চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ পর্যন্ত খাতভিত্তিক অর্জন আশানুরূপ না হওয়ায় লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। বিবিএস এর সর্বশেষ উপাত্ত অনুসারে, চলতি অর্থবছরে আউশ, আমন ও বোরো ধানের উৎপাদন মোটামুটি সন্তোষজনক; যেখানে সাকুল্যেপ্রাক্কলিত উৎপাদন হয়েছে৩৪২.৬ লাখ মেট্রিক টন; যা গত ২০১২-১৩ অর্থবছরে ছিল ৩৩৮.৩ লাখ মেট্রিক টন (টেবিল-২.২)।শিল্প খাতে উৎপাদনের কোয়ান্টাম সূচকে চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় কিঞ্চিৎ অগ্রগতির চিত্র দেখা যাচ্ছে (*চিত্র ২.১*)। অধিকন্তু, রপ্তানি ও আমদানি খাতে প্রবৃদ্ধির সাম্প্রতিক চাঙ্গাভাব হতে নিকট ভবিষ্যতে এখাতে প্রত্যাশিত অগ্রগতির ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

চিত্র -২.২. শিল্প উৎপাদন সূচক (ভিত্তি ২০০৫-০৬)

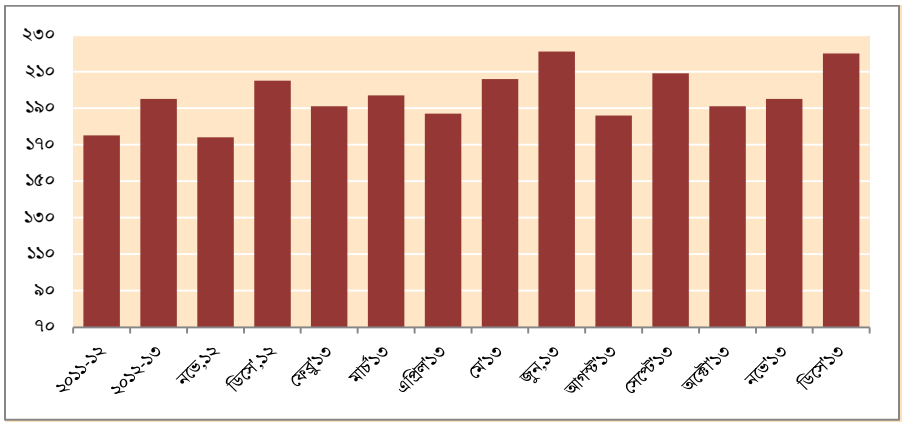

উৎসঃ বিবিএস

সারণি ২.২. প্রধান শস্য উৎপাদন (লাখ মে. টন)

	২০১২-১৩	২০১৩-১৪*	পরিবর্তন (%)
মোট ধান	৩৩৮.৩৩	৩৪২.৬৫	১.২৮
আউস	২১.৫৮	২৩.২৬	৭.৭৮
আমন	১২৮.৯৭	১৩০.২৩	০.৯৮
বোরো	১৮৭.৭৮	১৮৯.১৬	০.৭৩
গম	১২.৫৪	১২.৮১	২.১৫
ভূট্টা	২১.৭৮	২২.৩৬	২.৬৬
মোট খাদ্য শস্য	৩৭২.৬৫	৩৭৭.৮২	১.৩৯

উৎসঃ বিবিএস

২.৬ চাহিদার দিক থেকে, সরকারি ভোগ এবং বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও তা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম। তাছাড়া, চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জুলাই-মার্চ সময়কালে ব্যক্তি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ৭.৬ শতাংশ (গত অর্থবছরে একই সময়ে যা ছিল ৭.০ শতাংশ) হওয়ায় ব্যক্তি খাতে ভোগ ও বিনিয়োগের চাহিদা তুলনামূলকভাবে দুর্বল মর্মে প্রতিয়মান হচ্ছে। ইতিমধ্যে রপ্তানি, আমদানি, প্রবাস আয়ের প্রবাহ ও ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগে সাম্প্রতিক সময়ে কিছুটা চাঞ্চাভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক প্রাক্কলন অনুসারে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৬.১২ শতাংশ।

সারণি ২.৩. ২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি অর্জনে খাতভিত্তিক সাম্প্রতিক কর্মকৃতি

সূচক	জুলাই-মার্চ, অর্থবছর ১২	জুলাই-মার্চ, অর্থবছর ১৪
সরকারি ব্যয়, বিলিয়ন টাকা (প্রবৃদ্ধি শতাংশে)	৯৭০ (৭৩.১)	১১৫২ (১৮.৮)
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, বিলিয়ন টাকা, (বরাদ্দের শতাংশ)	২৭২ (৪৯)	২৮৪ (৪৩)
প্রকল্প সাহায্য ব্যবহার, বিলিয়ন টাকা (বরাদ্দের শতাংশ)	৯১ (৪২)	৯৯ (৪০)
বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি (শতাংশে)	৭.০	৭.৬
রপ্তানি, বিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রবৃদ্ধি শতাংশে)	১৯.৭ (১০.২)	২২.২ (১২.৮)
আমদানি সিএন্ডএফ, বিলিয়ন ইউএস ডলার, (প্রবৃদ্ধি শতাংশে)	২৫.৩ (-৫.৯)	২৯.৭ (১৭.৫)
প্রবাস আয়, বিলিয়ন ইউএস ডলার, (প্রবৃদ্ধি শতাংশে), জুলাই-এপ্রিল	১২.৩ (১৭.১)	১১.৭ (-৪.৭)

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, আইএমইডি

মূল্যস্ফীতি

২.৭ চলতি অর্থবছরের শুরু থেকে হরতাল-অবরোধ ইত্যাদি কর্মকান্ডে দেশে পণ্য সরবরাহ প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটায় খাদ্য ও সাধারণ মূল্যসূচক বৃদ্ধি পায়। অবশ্য জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৪ শেষ হওয়ার পর রাজনৈতিক পরিবেশ শান্ত হয়ে যাওয়ায় মূল্যস্ফীতি কমতে শুরু করেছে। একই সাথে বিশ্ব বাজারে খাদ্য দ্রব্য ও জ্বালানি তেলের দাম কমে আসাও মূল্যস্ফীতি হ্রাসে কিছুটা ভূমিকা রেখেছে। ফলে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে এপ্রিল ২০১৪ এর শেষে সাধারণ মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ৭.৪ ও ৫.২ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে।

চিত্র-২.৩: মূল্যস্ফীতির গতি-প্রকৃতি (পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট, ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬)

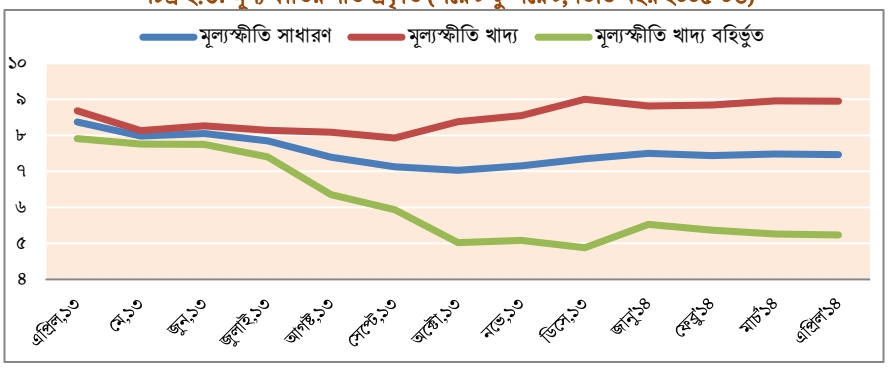

সূত্র: বিবিএস

রাজস্ব খাত

সরকারি আয়, ব্যয় ও ঘাটতি অর্থায়ন

আয়

২.৮ রাজস্ব প্রশাসনে সংস্কার ও কার্যকর নীতির সাথে শক্তিশালী রাজস্ব আহরণ প্রচেষ্টার ফলে কর-রাজস্ব খাতে বিশেষ করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর আওতাধীন কর-রাজস্ব আদায়ে ২০০৯-১২ মেয়াদে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। অবশ্য অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার কারণে চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে রাজস্ব আদায় ব্যাহত হয়েছে। আমদানি খাতে দুর্বল প্রবৃদ্ধির কারণে আমদানি সম্পর্কিত কর-শুল্ক আদায় প্রত্যাশার তুলনায় কম হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণে প্রবৃদ্ধি হার ১৩.২ শতাংশ যার মধ্যে এনবিআর-এর রাজস্ব বেড়েছে ১২.৮ শতাংশ। জানুয়ারী ২০১৪ এ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা অব্যাহত থাকায় দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় রাজস্ব আদায়েও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এ পরিস্থিতিতে এনবিআর-এর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ১৩৬,০০০ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে ১,২৫,০০০.০০ কোটি টাকা পুনর্নির্ধারণ করা হয় (জিডিপি'র ১০.৬ শতাংশ)। চলতি অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত রাজস্ব আহরণ হয়েছে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ৬১.৮ শতাংশ। অন্যদিকে, একই সময়ে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণ সন্তোষজনক। সার্বিকভাবে, মোট রাজস্ব প্রাপ্তি ২০১২-১৩ অর্থবছরের জিডিপি'র ১২.৪ শতাংশ থেকে বেড়ে চলতি অর্থবছরে ১৩.৩ শতাংশ হতে পারে।

ব্যয়

২.৯ চলতি অর্থবছরের মার্চ'১৪ পর্যন্ত সরকারের রাজস্ব ব্যয় লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার কারণে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে কিছুটা বিঘ্ন ঘটেছে। অর্থবছরের নয় মাসে এডিপি বাস্তবায়নের গতি শ্লথ হওয়ায় সংশোধিত এডিপি'র আকার ৬০,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.১ শতাংশ) নির্ধারণ করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের নয় মাসে মোট সরকারি ব্যয়(রাজস্ব ও এডিপি সমন্বয়ে) পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৮.৮ শতাংশ বেড়েছে।

ঘাটতি অর্থায়ন

২.১০ বিগত ২০১২-১৩ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি (অনুদানব্যতিত) ছিল জিডিপি'র ৪.৪ শতাংশ। সংশোধিত প্রাক্কলন অনুযায়ী চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সার্বিক বাজেট ঘাটতি (অনুদান ব্যতিত) জিডিপি'র ৫.০ শতাংশ দাঁড়াবে, যার মধ্যে ৩.৪ শতাংশ অভ্যন্তরীণ ও ১.৬ শতাংশ বৈদেশিক উৎস হতে অর্থায়ন হতে পারে। বিগত ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রধানত স্থানীয় ব্যাংকসমূহ হতে ঋণ গ্রহণ করে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে অর্থায়ন করা হয়।

মুদ্রা খাত

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

২.১১ বিগত ২০১২-১৩ অর্থবছরে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি ছিল ১৬.৭ শতাংশ, যার মধ্যে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ১৩.৫ শতাংশ (সারণি ২.৪)। অধিকন্তু, অভ্যন্তরীণ ঋণের মধ্যে ব্যক্তিখাতেঋণ বেড়েছে ১১.০ শতাংশ। চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মার্চ মাস শেষে বছরভিত্তিতে মুদ্রা সরবরাহ বেড়েছে ১০.৬ শতাংশ। অন্যদিকে, নীট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ৭.৩ শতাংশ হলেও তা সর্বশেষ ঘোষিত মুদ্রা নীতি বিবৃতির লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম। প্রকৃত পক্ষে, মার্চ'১৪ শেষে ব্যক্তিখাত ঋণ প্রবাহ ৭.৬ শতাংশ বেড়েছে (সারণি ২.৪)।

সারণি ২.৪. মুদ্রা ও ঋণের গতি-প্রকৃতি

	জুলাই-মার্চ ২০১২-১৩	২০১২-১৩	জুলাই–মার্চ ২০১৩-১৪	মার্চ ২০১৪	সর্বশেষ এমপিএস অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা(জানু-জুন, ২০১৪)
অভ্যন্তরীণ ঋণ	৭.১	১৩.৫	৭.৩	১১.৩	**১৭.৮**
ব্যক্তি খাতে	৭.০	১১.০	৭.৬	১১.৫	**১৬.৫**
ব্যাপক মুদ্রা	১২.০	**১৬.৭**	১০.৬	১৫.৩	**১৭.০**
রিজার্ভ মুদ্রা	১০.৬	**১৫.০**	৮.২	১২.৫	**১৬.২**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

২.১২ গত ২০১২-১৩ অর্থবছরে রিজার্ভ মানির প্রবৃদ্ধি ছিল প্রায় ১৫ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে মার্চ পর্যন্ত প্রথম নয় মাসে সংরক্ষিত মুদ্রার (রিজার্ভ মানির) প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৮.২ শতাংশ (সারণী ২.৪) সর্বশেষ ঘোষিত মুদ্রা নীতি বিবৃতির লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম।

রেপো, রিভার্স রেপো ও সুদের হার

২.১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ এর প্রথম দিন হতে রেপো ও রির্ভাস রেপো হার ৫০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করার ফলে সুদের হার আরো কিছুটা সহনীয় পর্যায়ে এসেছে। এ সময় হতে রেপো ও রির্ভাস রেপো হার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।এপ্রিল ২০১৪-তে আন্তঃব্যাংক বাজারে কল মানি রেট (ভারিত গড়) উল্লেখযোগ্য হারে কমে ৭.৫ শতাংশে পৌঁছে যা মুদ্রা বাজারে তারল্য পরিস্থিতি উন্নতির ইঙ্গিত প্রদান করছে। কিন্তু,আমানত ও ঋণের সুদের হারের ব্যবধান (spread) মার্চ, ২০১৪ তে ৫.১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে যা জানুয়ারি, ২০১৪ এর ৫.০ শতাংশের নিচে ছিল (চিত্র-২.৫)।

চিত্র২.৪. রেপো, রির্ভাস রেপো ও কল মানি হার (গড় %)

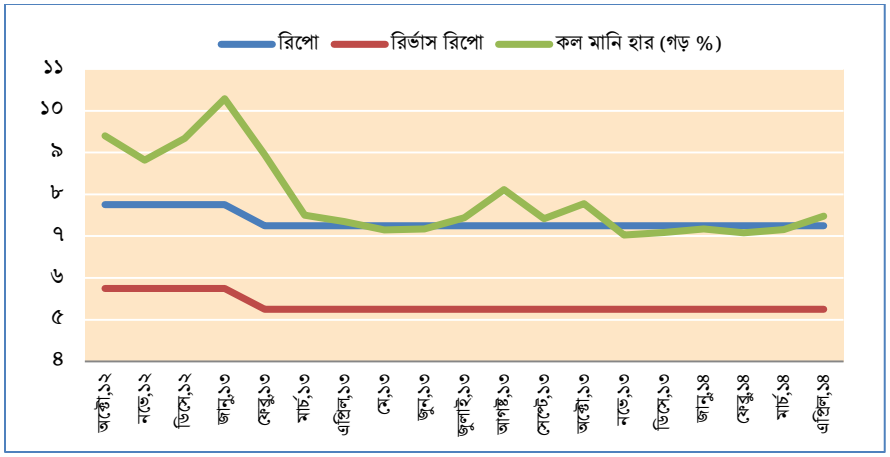

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

চিত্র ২.৫. সঞ্চয় ও ঋণের সুদের হারের ব্যবধান (%)

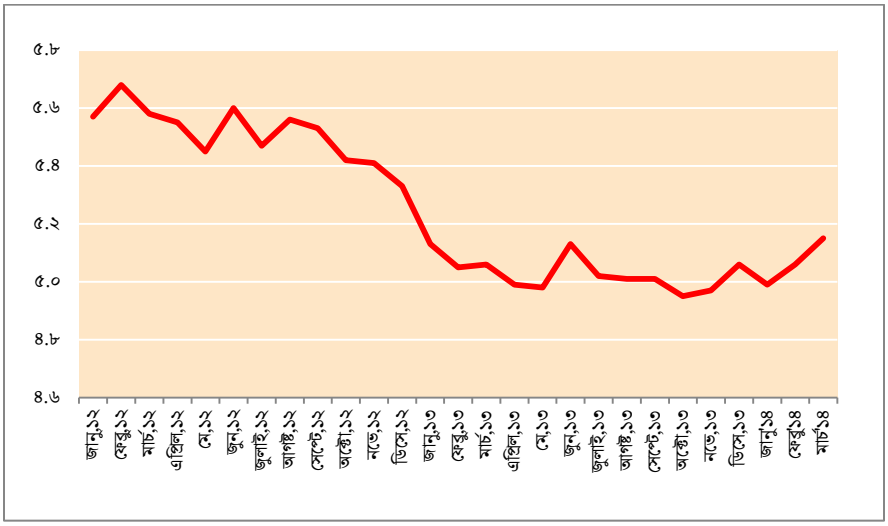

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

আর্থিক খাতে অগ্রগতি

২.১৪ ব্যাংকিং খাতের মোট সম্পদের প্রায় এক-চতুর্থাংশের অধিকারী চারটি রাষ্ট্রায়াত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক-এর আর্থিক পরিস্থিতি ২০১২ সালে অবনতি ঘটলেও ২০১৩ এর মার্চ-জুন সময়কালে এসে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে আসে। একই সময়ে রাষ্ট্রায়াত্ব খাতের বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের আর্থিক অবস্থারও অবনয়ন ঘটে। ব্যাংক ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণ এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় আইনগত সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সংস্কারের ফলে বাংলাদেশ

ব্যাংকের তদারকি ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের পরিচালনা পদ্ধতিতে সুশাসন শক্তিশালী হবে। এ লক্ষ্যে ব্যাংক কোম্পানি আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়েছে। অধিকন্তু, রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাম্প্রতিক আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে এগুলোর পরিচালনা, ঋণ নীতি, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও নমনশীলতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সজাগ দৃষ্টি রাখছে।

২.১৫ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) ২০১৩ সালের লেন-দেনে তেমন কোন অস্বাভাবিক বৃদ্ধি বা হ্রাসের ঘটনা না ঘটায় সাধারণ মূল্যসূচক ও বাজার মূলধন তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল থাকলেও সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর'১৩ সময়কালের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ হ্রাস পাওয়ায় পুঁজি বাজারের কার্যক্রম সংকুচিত ও লেন-দেনের পরিমাণ কমে যায়। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সাধারণ সূচক এপ্রিল ২০১৪ তে দাঁড়ায় ৪৫৬৭ পয়েন্টে যা জানুয়ারী ২০১৩ এর প্রথমদিকে ছিল ৪১১৩ পয়েন্ট (চিত্র-২.৬)। বাজার মূলধন জানুয়ারী ২০১৩ এ ছিল ২,৪০,০০০ কোটি টাকা যা ২০১৪ সালের এপ্রিলে হয়েছে ২,৯৫,৪০০ কোটি টাকা। একই সময়ে ডিএসই-এর গড় মূল্য-আয় অনুপাত দাঁড়ায় ১৪.৪ যা প্রতিবেশী দেশসমূহের তুলনায় যথাযথভাবে মূল্যায়িত (চিত্র ২.৭)।

চিত্র ২.৬. ডিএসই-এর বাজার মূলধন ও সাধারণ সূচক

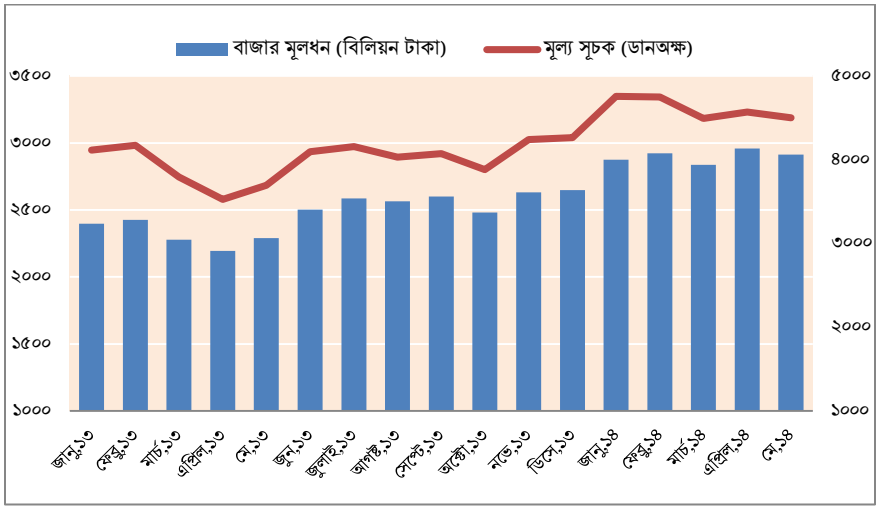

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

চিত্র ২.৭. বাংলাদেশ ও নির্বাচিত দেশসমূহের (এশিয়া) মূল্য-আয় অনুপাত

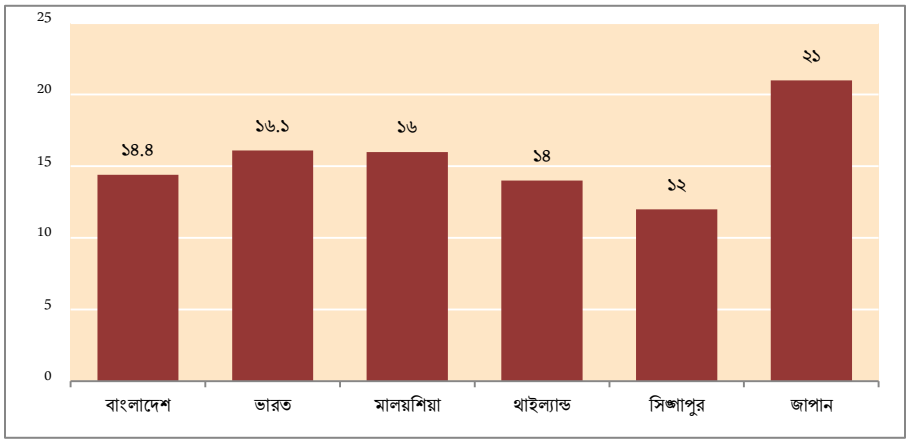

উৎসঃ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ

২.১৬ সরকার পুঁজিবাজারের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানামূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে, ২০১৩ সালের মে মাসে ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। পুঁজি বাজারে বিনিয়োগাকারীদের আস্থা সংহত করা ও তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ এর বিধানাবলীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে পুঁজি বাজারের মালিকানা থেকে ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পৃথক করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তাছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক তদারকি ও কার্যকরীকরণ ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পুঁজিবাজারে ব্যাংকগুলোর সম্পৃক্ততা সীমিত রেখে ঋণ ঝুঁকি হ্রাস ও ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন সম্পর্কিত পরবর্তী কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ারব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া, ২০১০ এর পুঁজি বাজার ধ্বংসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের ক্ষতি লাঘবের লক্ষ্যে একটি পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি পরিচালনার জন্য সিকিউরিটি ও এক্সচেঞ্জ কমিশনকে ইতোমধ্যে ৯০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

বহিঃখাত

রপ্তানি

২.১৭ বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮০ শতাংশ আসে তৈরি পোশাক রপ্তানির মাধ্যমে। তাছাড়া, হিমায়িত খাদ্য (প্রধানত চিংড়ি), চামড়া ও পাটজাত পণ্য রপ্তানিও উল্লেখযোগ্য। এখানে কম খরচে পর্যাপ্ত শ্রমের যোগানের পাশাপাশি শিল্প উৎপাদন কৌশল ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে অব্যাহত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। যার ফলে বাংলাদেশ একটি বিশ্বস্ত রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। বিশেষ করে তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে অনেক উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বাংলাদেশ সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। অর্থনীতিবিদগণ রপ্তানিকে প্রবৃদ্ধির চালিকশক্তি হিসেবে অভিহিত করেছেন। এ বিবেচনায় বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে তৈরি পোশাক খাতের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বিগত কয়েক দশক ধরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি ক্রমাগত বেড়েছে এবং যা

এখনো বহাল আছে। রানা প্লাজা ধ্বংসের মত শিল্প বিপর্যয় সত্বেও গত একবছরে তৈরি পোশাক রপ্তানি প্রায় ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.১৮ তৈরি পোশাক রপ্তানিতে চীনের পরে বর্তমানে বাংলাদেশ দ্বিতীয় বৃহৎ রপ্তানিকারক দেশ। বিজিএমইএ-এর হিসাব অনুসারে বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় চার হাজার সক্রিয় তৈরি পোশাক কারখানা রয়েছে, যেখানে প্রায় ৩৬ লাখ শ্রমিক সরাসরি নিয়োজিত আছে যার ৮০ শতাংশই হচ্ছে নারী। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)'র হিসাব মতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে দেশে অর্জিত ২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের রপ্তানি আয়ের ৭৯.৬ শতাংশ (২১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) এসেছে তৈরি পোশাক রপ্তানি হতে। তৈরি পোশাক খাতের সম্প্রসারণের ফলে গত এক দশকের মধ্যেই রপ্তানি খাতের কর্মকৃতি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বেড়েছে ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশে গতিশীল অবস্থা বিরাজ করছে।

২.১৯ রপ্তানি আয়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ১১.২ শতাংশ। চলিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে ১৩.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। রানা প্লাজার ভবন ধ্বসে না পড়লে এ হার ২০ শতাংশেরও বেশি হতো (বিশ্ব ব্যাংক)।

আমদানি

২.২০ শুধু ২০১২-১৩ অর্থবছর (৪.৩৬ শতাংশ ঋণাত্বক প্রবৃদ্ধি) ব্যতিত আমদানি ব্যয় গত এক দশকে প্রতিবছর গড়ে প্রায় ১৭ শতাংশ হারে বেড়েছে। বাংলাদেশের মোট আমদানির সিংহভাগ অর্থায়ন মধ্যবর্তী কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য করা হয়ে থাকে। চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে রপ্তানি বাড়ার কারণে আমদানি খরচ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। চলতি অর্থবছরে জুলাই-মার্চ সময়কালে ঋণপত্র খোলার পরিমাণ ১১.৫ শতাংশ বেড়েছে যা গত অর্থবছরে একই সময়ে ২.৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল।

চিত্র ২.৮. রপ্তানি, আমদানি ও প্রবাস আয়ের গতি-ধারা

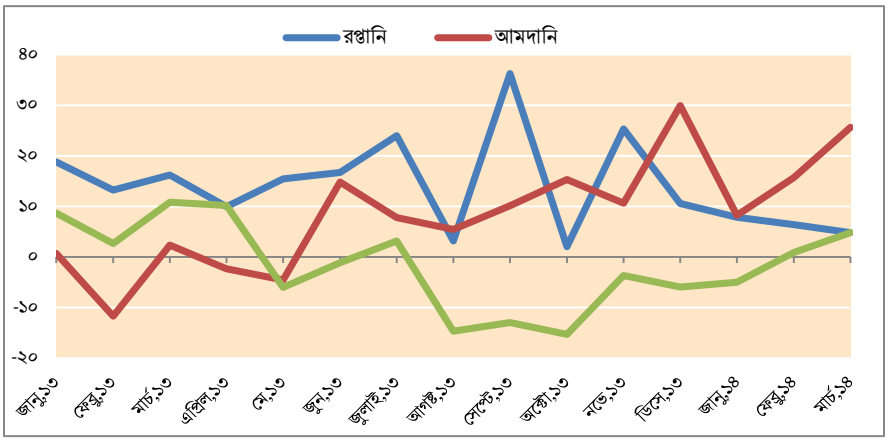

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

প্রবাস আয়

২.২১ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ করে গ্রামীন জনগোষ্ঠির জীবন মান উন্নয়নে প্রবাস আয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রবাস আয় ১৯৭৬ সালের ২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে বেড়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে এবং জিডিপি'তে এখাতের অবদান প্রায় ১২.২ শতাংশ। আগষ্ট ২০১৩ সময়ে প্রবাস আয় প্রবাহে ঋণাত্বক প্রবৃদ্ধি দেখা দেয় এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়কাল পর্যন্ত প্রবাস আয় পূর্ববর্তী একই সময়ের তুলনায় ৪.৭ শতাংশ হ্রাস পায়। সামগ্রিকভাবে শ্রমিক রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস, মধ্যপ্রাচ্যের শ্রম বাজারভুক্ত প্রধান কয়েকটি দেশে মেয়াদ্দোত্তীর্ণ পাসপোর্ট ও অবৈধ ভিসা বৈধকরণের সুযোগ গ্রহণের ব্যয় ভার বহণ ও সেসব দেশের নিজস্ব নাগরিকদের কাজের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন কর্মসংস্থান নীতি অনুসরণের ফলে প্রবাস আয় প্রবাহে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে মর্মে প্রতিয়মান হয়। অবশ্য, ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস হতে প্রবাস আয়ের প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক ধারায় ফিরে আসায় চলতি বছরে এ খাতের প্রবৃদ্ধি ১ শতাংশ অর্জনের প্রত্যাশা করা হচ্ছে। চলিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়কালে বাংলাদেশ হতে মোট ৩.৩৪ লক্ষ জন বৈদেশিক কর্মসংস্থান নিয়ে দেশ ছেড়ে গেছেন। গত ২০১২-১৩ অর্থবছরের একই সময়ে এই সংখ্যা ছিল ৩.৭২ লক্ষ জন। মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহে ২০১২ সাল হতে ভিসা প্রদান সংকুচিত হয়ে পড়ায় বিদেশে কর্মসংস্থান হ্রাস পয়েছে।

লেনদেন ভারসাম্য পরিস্থিতি

২.২২ চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে রপ্তানি আয় পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়ায় বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস পেয়ে ৪.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে যাগত ২০১২-১৩ অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৪.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।চলতি অর্থবছরে নীট অন্যান্য বিনিয়োগ হ্রাস পাওয়া সত্বেও সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ ও পুঁজি বাজারে বিনিয়োগ বৃদ্ধির কারণে আর্থিক হিসাবে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১.৪৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত অর্জিত হয়েছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়কালে চলিত হিসাব এবং ভ্রান্তি ও বর্জন হিসাব খাতের উদ্বৃত্ত সহযোগে সার্বিক ভারসাম্য উদ্বৃত্ত দাঁড়িয়েছে ৩.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার; গত অর্থবছরে একই সময়কালে যা ছিল ৩.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

চিত্র-২.৯. লেনদেন ভারসাম্যের বিভিন্ন উপাদান

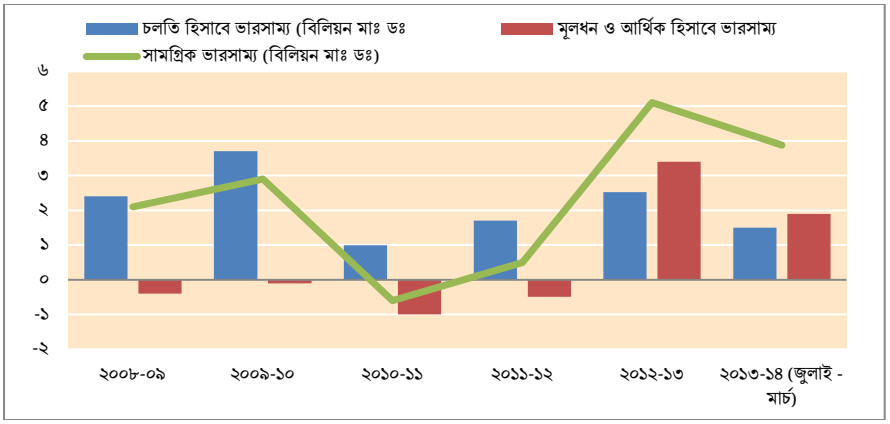

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ ও বিনিময় হার

২.২৩ দেশে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ শক্তিশালী অবস্থায় উন্নীত হয়ে গত ১০ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে তা ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে। চলতি এবং মূলধন উভয় হিসাবেই উদ্বৃত্ত থাকায় বৈদেশিক মুদ্রা মজুদে শক্তিশালী অবস্থা বিরাজ করছে। অন্যদিকে, মুদ্রা বিনিময় হার প্রধানত স্থিতিশীল ও বাজার নির্ভর রয়েছে। মার্চ'১৪ শেষে বিনিময় হারে জুন ২০১৩ এর সঙ্গে তুলনা করলে মার্কিন ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশি মুদ্রার যৎসামান্য (প্রায় ০.১১ শতাংশ) উপচিতি (appreciation) ঘটায় বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় বাজারে স্থিতিশীলতা বিরাজ করছে মর্মে প্রতিয়মান হচ্ছে (চিত্র২.১০)।

চিত্র ২.১০. বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ও বিনিময় হারের গতি-প্রকৃতি

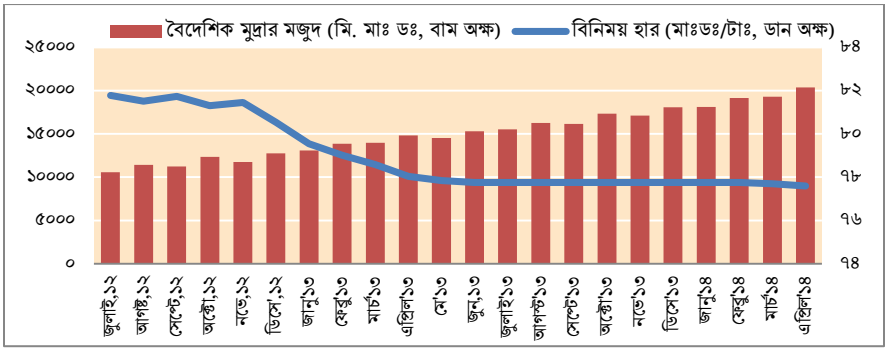

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি, বাণিজ্য এবং ঝুঁকি

২.২৪ উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহ ২০১৩ সালে অর্জিত অর্থনৈতিক সুবিধার গতিবেগ কাজে লাগিয়ে ২০১৪ ও ২০১৫ সালে পরিমিত মাত্রায় শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে মর্মে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) কর্তৃক প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা হচ্ছে যে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রবৃদ্ধি প্রচলিত ধারার চেয়ে বেশী, ইউরো অঞ্চলের প্রধান অর্থনীতির দেশসমূহে প্রবৃদ্ধি প্রচলিত ধারার কাছাকাছি এবং জাপানে পরিমিত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে। প্রক্ষেপণ অনুযায়ী এশিয়ার উদিয়মান ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে বলিষ্ঠ প্রবৃদ্ধি অর্জন অব্যাহত থাকবে এবং মধ্য আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চল প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারায় ফিরে আসবে। বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির বড় প্রেরণা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ২০১৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধে প্রত্যাশার অতিরিক্ত ৩.২ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন। এ সময়ে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও পণ্যদ্রব্যের চাহিদার সাময়িক বৃদ্ধি ছিল বিস্ময়কর। উদিয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের বর্ধিত বিশ্ব বাণিজ্য ও শিল্প উৎপাদন পরিস্থিতির মাধ্যমে শক্তিশালী অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রতিফলন ঘটেছে।

২.২৫ বিশ্ব বাণিজ্যে পণ্যের পরিমাণভিত্তিক প্রবৃদ্ধি ২০১৪ ও ২০১৫ সালে যথাক্রমে ৪.৩ ও ৫.৩ শতাংশ হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। এসকল ইতিবাচক অগ্রগতির প্রেক্ষিতে বিশ্বে পণ্য উৎপাদনের মোট পরিমাণ ২০১৪ ও ২০১৫ সালে বার্ষিক গড়ে ৩.৬ ও ৩.৯ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে মর্মে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। উন্নত দেশসমূহের বৃহৎ অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ত্বরান্বিত হবে। সংকোচনশীল রাজস্ব নীতি গ্রহণ সত্ত্বেও আর্থিক খাতের অগ্রগতি, সামঞ্জস্যপূর্ণ মুদ্রানীতির সাথে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও গৃহস্থালি পর্যায়ে আস্থার পুনরুদ্ধার যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরো অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে। এশিয়ার উদীয়মান ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ২০১৪ ও ২০১৫ সালে প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে যথাক্রমে ৬.৭ ও ৬.৮ শতাংশ। এসব দেশে প্রবৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি হবে অনুকূল সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থা ও বহিঃখাতে চাহিদারপুনরুদ্ধার। অন্যদিকে, অতিরিক্ত চাহিদার চাপ ন্যূনতম বা একেবারেই না থাকা এবং খাদ্য ও জ্বালানি মূল্য তুলনামূলকভাবে কম থাকার কারণে সামনের বছরগুলোতে উন্নত ও উদীয়মান অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতির চাপ সীমিত থাকবে।

২.২৬ রাশিয়া-ক্রিমিয়া ও ইউক্রেন সংকটে তৈরি অনিশ্চয়তা এবং মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতা স্বল্প কালে জ্বালানি তেলের মূল্যে চাঞ্চল্য ঘটাতে পারে। তাছাড়া, ইউরো অঞ্চলে অর্থনৈতিক স্থবিরতা, উদিয়ামান অর্থনীতিতে দুর্বল অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও পুঁজি প্রবাহে চাঞ্চল্য এবং উন্নত অর্থনীতিতে সম্ভাব্য মূল্য সংকোচনের ঝুঁকি বিদ্যমান রয়েছে। ইউরো অঞ্চল ও যুক্তরাষ্ট্রে প্রান্তসীমায় অবস্থানকারী দেশসমূহে অপর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, উচ্চ রাজস্ব ঘাটতি ও সরকারি ঋণের অবস্থা মধ্যমেয়াদে পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। উদীয়মান ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের ক্ষেত্রে মুদ্রা ও আর্থিক খাতে অপরিমিত আচরণ নিয়ন্ত্রণে অপর্যাপ্ত তদারকি ও সঠিক নীতি গ্রহণ না করা, পুঁজির অন্তঃপ্রবাহের ক্ষেত্রে অদক্ষ ব্যবস্থাপনা উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের সম্ভাবনাকে ব্যাহত করতে পারে।

বাংলাদেশ: প্রবৃদ্ধির দৃশ্যকল্প ও চ্যালেঞ্জ

২.২৭ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (এমটিএমএফ)-তে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণ হচ্ছে ৭.৩ শতাংশ যা ক্রমাগত বেড়ে ২০২১ সালে উচ্চতর হারে পৌছাবে। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অর্থনীতির প্রধান তিনটি খাত কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের পর্যাপ্ত সহায়তায় প্রবৃদ্ধির পরিসর বিস্তার লাভ করবে। মধ্যমেয়াদে প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণ হচ্ছে কৃষিতে ৪-৫ শতাংশ, শিল্পে ৯-১০ শতাংশ ও সেবা খাতে ৭-৮ শতাংশ। কৃষি খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কেন্দ্রবিন্দু হবে শস্য নিবিড়তা বাড়ানো ও শস্য বহুমুখীকরণে সফলতা অর্জন। এ খাতে সরকারি সহায়তা বিস্তারের লক্ষ্য হবে পর্যাপ্ত ভর্তুকি প্রদান, সেচ

কাজে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান, কৃষি ঋণের প্রবাহ বাড়ানো, লবণাক্ত ও বন্যা সহিষ্ণু নতুন জাত উদ্ভাবন, কৃষিভিত্তিক প্রক্রিয়াজাত শিল্পের প্রসার এবং মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। বহিঃখাতে চাহিদার প্রসার ও শিল্পজাত পণ্য-সামগ্রীর জন্য অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি দেশে শিল্প খাতের ভিত্তি সম্প্রসারণকে নিরবিচ্ছিন্ন করবে। জনসংখ্যার কাঠামোগত পরিবর্তন, দক্ষতার বিকাশ, নারীদের অধিকতর হারে কর্মক্ষেত্রে যোগদানের ফলে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে মধ্যমেয়াদে পর্যটন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি ও আর্থিক খাতে সেবার চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য,দক্ষতা উন্নয়ন ও ডিজিটাইজেশন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ অব্যাহত রাখতে হবে যা শিল্প ও সেবা খাতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি তরান্বিত করার মাধ্যমে মধ্যমেয়াদে নতুন শ্রমশক্তির জন্য উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে। নীতি কাঠামোর ধারাবাহিকতা ও সরবরাহ প্রতিবন্ধকতার ক্রমাগত উন্নয়নের ফলে মূল্যস্ফীতি ৬ শতাংশের নীচে পৌঁছবে। বহিঃখাতে অগ্রসর অর্থনীতিতে শক্তিশালী প্রবৃদ্ধির প্রভাবে রপ্তানি চাহিদা বৃদ্ধির সুযোগ গ্রহণ করে রপ্তানির নতুন বাজার ও নতুন পণ্য অন্বেষণের দ্বারা রপ্তানি ক্ষেত্রে অর্জিত উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যাবে।

২.২৮ ভারতের সাথে অতি স্বল্প রপ্তানি সম্পৃক্ততা এবং আর্থিক সংযোগ সীমিত থাকায় সেখানে প্রবৃদ্ধির সাম্প্রতিক মন্থরতা ও বৈদেশিক মুদ্রা বাজারের চাঞ্চল্যজনিত পরিস্থিতির পরিমিত উপচেপড়া সুবিধা নিকট ভবিষ্যতে বাংলাদেশ গ্রহণ করতে পারে। এই অবস্থা দীর্ঘায়িত হলে তা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য অস্বস্তিকর হতে পারে। অধিকন্তু, আইএমএফ'র বিবেচনায় সামনের বছরগুলোতে তৈরি পোশাক খাতের জন্য বাংলাদেশের অর্থনীতি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে। দীর্ঘ মেয়াদে বাংলাদেশকে তার পতাকবাহী তৈরি পোশাক খাতের ক্রান্তিকাল মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। তৈরি পোশাক খাতে ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি, একাধিক দুর্ঘটনার (দু'টি অগ্নিকান্ড ও একটি ভবন ধ্বস) পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক জিএসপি সুবিধা প্রত্যাহার করার প্রেক্ষিতে সরকার, বাণিজ্য ও শ্রমিক সংগঠনসমূহ এবং আন্তর্জাতিক পক্ষসমূহ শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ উন্নয়ন ও কারখানার নিরাপত্তা মান বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসব পরিবর্তনের ফলে তৈরি পোশাক শিল্প পরিচালনা ব্যয় বেড়ে যেতে পারে। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে যে ঝুঁকি সঞ্চারিত হতে পারে তা হলো ইউরো অঞ্চলে নিম্নগামী প্রবৃদ্ধির আশংকা। বাজারে প্রবেশের সুযোগ সংকুচিত হলে বহিঃখাতের অবস্থার অবনতি ঘটিয়ে দারিদ্র্য নিরসন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যকে ব্যাহত করতে পারে।

সরকারি রাজস্ব, ব্যয় ও ঘাটতি অর্থায়ন

২.২৯ পূর্ববর্তী অর্থবছরের প্রকৃত রাজস্ব আয়ের তুলনায় চলিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের মোট রাজস্ব আয় ২১.৪ শতাংশ বেশী প্রাক্কলন করা হয়েছে (জিডিপি'র ১৩.৩ শতাংশ)। মোট সরকারি ব্যয় পূর্ববর্তী ২০১২-১৩ অর্থবছরে হতে ২১.২ শতাংশ বেশী প্রাক্কলন করায় সরকারি ব্যয়-জিডিপি অনুপাত ১৮.৩ শতাংশে উন্নীত হবে যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় জিডিপি'র ১.৫ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশী। সার্বিক বাজেট ঘাটতি (অনুদান ব্যতিত) জিডিপি'র ৫.০ শতাংশ প্রাক্কলনের ভিত্তিতে ৩.৪ শতাংশ অভ্যন্তরীণ উৎস এবং ১.৬ শতাংশ বৈদেশিক উৎস হতে অর্থায়ন হতে পারে।

২.৩০ রাজস্ব খাতে নতুন করনীতি ও অন্যান্য কাঠামোগত পরিবর্তনের বিষয়গুলো বিবেচনায় মধ্যমেয়াদে রাজস্ব খাতের দৃশ্যকল্প আস্থাপূর্ণ। সামাজিক ও ভৌত অবকাঠামো খাতে পর্যাপ্ত সম্পদ

বরাদ্দের লক্ষ্যে সরকার প্রতিবছর জিডিপির ০.৪-০.৫ শতাংশ হারে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা নিয়েছে। রাজস্ব প্রশাসন আধুনিকায়ন,করের আওতা সম্প্রসারণ, কর প্রদানে সম্মতির হার বৃদ্ধি ও পদ্ধতিগত উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত সংস্কার কাজের ইতিবাচক প্রভাবে পরবর্তী বছরসমূহে অতিরিক্ত রাজস্ব আহরনের প্রত্যাশা করা হচ্ছে। তবে এর সিংহভাগই আসবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের করভিত্তিক উৎস হতে। অন্যদিকে, উন্নয়নখাতে পরিকল্পিত ব্যয় বৃদ্ধির সাথে সহায়ক রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধির ফলে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর নাগাদ মোট সরকারি ব্যয় জিডিপির প্রায় ১৯.৬ শতাংশে উন্নীত হতে পারে। সরকারি বিনিয়োগ (পিপিপিসহ) বৃদ্ধির অঙ্গিকারের ফলে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর নাগাদ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় জিডিপির প্রায় ৬.৬ শতাংশে উন্নীত হতে পারে । পাশাপাশি, মধ্যমেয়াদে বাজেট ঘাটতি সহনীয় পর্যায়ে অর্থাৎ জিডিপির ৫ শতাংশের নীচে রাখার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। (রাজস্ব আয় ও ব্যয় সম্পর্কিত বিস্তারিত বর্ণনা ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়ে পাওয়া যাবে।)

২.৩১ মধ্যমেয়াদি ঋণ ব্যবস্থাপনা কৌশল (এমটিডিএস) (জুন ২০১৪ নাগাদ চুড়ান্ত হবে)-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ঋণের ব্যয় ও ঝুঁকি হ্রাসের মাধ্যমে সরকারের অভ্যন্তরীণ ঋণ গ্রহণের পরিমাণ দুরদর্শী পর্যায়ে রাখা। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সুবিধাহীন ঋণ গ্রহণ (Non Concessional) কাজের যথাযথ পরিবীক্ষণ এবং সমন্বয়কে সহজতর করার উদ্দেশ্যে সুবিধাহীন ঋণ সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি (Standing Committee for Non Concessional Borrowing) ২০১৩ সালের ৩০ জুন পূণঃগঠিত হয়েছে। অধিকন্তু, ঋণ ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক বিশ্লেষণ ব্যবস্থা'র (Debt Management and Financial Analysis System-DMFAS) পর্যায়-৬ স্থাপন ও ব্যবহার উপযোগী করার ফলে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ উৎস হতে গৃহীত ঋণ লিপিবদ্ধকরণ, পরিবীক্ষণ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নে অর্থ বিভাগ, ইআরডি, বাংলাদেশ ব্যাংক ও মহাহিসাব নিয়ন্তকের দপ্তরের মধ্য একীভুত কাঠামো ব্যবহার সম্ভব হবে। এছাড়া, বাজারমূল্যের সাথে সঙ্গতি রেখে ট্রেজারি বন্ড ও বিলের প্রাপ্তি (yield) বজায় রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর (এনএসডি) এর কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ এবং সঞ্চয় হাতিয়ারগুলোকে বাজারভিত্তিক রাখার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে পর্যাপ্ত ঋণ প্রাপ্তির উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। বৈদেশিক মুদ্রার বন্ডগুলোকে বাজারজাতকরণের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা প্রবাহ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

মুদ্রা ও বিনিময় হার

২.৩২ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের সাথে মূল্য স্থিতিশীলতা বাজার রাখার অঙ্গিকার পূরণে বাংলাদেশ ব্যাংক মজুদ মুদ্রা প্রবৃদ্ধি নির্ধারিত সীমার মধ্যে ধরে রেখে বেসরকারি খাতে পর্যাপ্ত ঋণ সম্প্রসারণকে উৎসাহিত করবে। ফলে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি নিকট ভবিষ্যতে ১৬ শতাংশের কাছাকাছি থাকবে মর্মে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক চাহিদা ব্যবস্থাপনায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দ্বারা মুদ্রা বিনিময় হার নমনীয় ও প্রতিযোগিতমূলক রাখার মাধ্যমে বহিঃস্থ হিসাবে শক্তিশালী অবস্থান বজায় রাখা হবে।

আর্থিক খাত

২.৩৩ আর্থিক খাতের টেকসই অগ্রগতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার গৃহীত নীতি ও প্রতিষ্ঠানিক সংস্কার কার্যক্রমসমূহ মধ্যমেয়াদে অব্যাহত থাকবে। মধ্যমেয়াদে গৃহীতব্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর জন্য স্বচ্ছ নিয়ন্ত্রণ কাঠামো উন্নয়ন ও তা বলবৎ করা, পুঁজি বাজারে কার্যকর নজরদারী ও পরিবীক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ও এসইসি-এর মধ্যে সমন্বয় জোরদার করা, ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ এর বিধানাবলী অনুযায়ী গৃহীত ব্যবস্থাদি অব্যাহত রাখা এবং ব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্তাবধান বাড়ানো। তাছাড়া, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার আলোকে ঋণের শ্রেণীকরণ/ঋণ ঝুঁকির জন্য সম্পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত নতুন নির্দেশিকা প্রবর্তন, গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ঋণের তথ্যাদি তাৎক্ষণকিভাবে জানার জন্য ইলেকট্রনিক ড্যাসবোর্ড স্থাপন, সম্প্রতি নিয়োজিত উপদেষ্টার সহায়তায় বাংলাদেশ ব্যাংকসহ ব্যাংকিং খাতে প্রতারণা শনাক্তকরণের সক্ষমতা তৈরি, ব্যাংকিং খাতের লেনদেনের তথ্যাদি নিশ্চিতি নিরীক্ষার জন্য সাম্প্রতিক সময়ে বেনামি গ্রাহক জরিপ অবলম্বন এবং এসইসি এর কর্মকৃতির প্রতিবেদন প্রান্তিকভিত্তিতে ওয়েব সাইটে প্রকাশ, প্রতিবছর কৃষি খাতে ও পল্লী এলাকায় ঋণ বিতরণ নীতি ও কর্মসূচি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়নাধীন ক্ষুদ্র বীমা কার্যক্রমের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা ও উৎসাহ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম মধ্যমেয়াদে আর্থিক খাতের লক্ষ্যসমূহ অর্জনের সহায়ক হবে।

বহিঃখাত

রপ্তানি

২.৩৪ মধ্যমেয়াদে (২০১৪-১৫ হতে ২০১৬-১৭) রপ্তানি প্রবৃদ্ধি বছরে গড়ে ১৪-১৫ শতাংশ অর্জনের প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিভিন্ন উপাদান অনুমানের ভিত্তিতে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। বহিঃখাতে অগ্রসর অর্থনীতির পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রধানতম বাণিজ্য অংশীদার দেশসমূহে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাবে। সম্প্রতি নতুন নতুন বাজারে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পাওয়ায় রপ্তানির ক্ষেত্রে এতদিনকার বাজার কেন্দ্রিকতা ও এসম্পর্কিত ঝুঁকি হ্রাসের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.৩৫ রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণ ও বাজার অন্বেষণে সরকারের নীতি সহায়তা প্রদান অব্যাহত থাকলে মধ্যমেয়াদে রপ্তানি পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণ বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া, বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধি এবং গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগত যোগান-সীমাবদ্ধতা (যেমন জ্বালানি, বন্দর সামর্থ্য, যোগাযোগ অবকাঠামো) দূরীকরণে সরকারের অব্যাহত পদক্ষেপের কারণে বিনিয়োগকারী বা রপ্তানিকারকরা তাদের উৎপাদন সামর্থ্য ব্যবহারের পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে, পণ্যের উৎপাদন হতে সরবরাহ পর্যন্ত সময় (লিড টাইম) হ্রাস পাবে এবং উৎপাদন ভিত্তি সম্প্রসারণে অনুকূল পরিবেশ তৈরি হবে। সর্বোপরি, তৈরি পোশাক খাতের অনুরূপ প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে ঔষধ শিল্প, জাহাজ নির্মাণ, চামড়া ও তথ্য-প্রযুক্তি খাতেরও অগ্রগতি সাধন করা হবে।

সারণি ২.৫: বাজার বহুমুখীকরণ (মোট রপ্তানি আয়ের শতাশ) গতিধারা

অঞ্চল	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১২-১৩ (জুলাই-এপ্রিল)
আফ্রিকান অঞ্চল	০.৭	০.৯	০.৯	০.৮	০.৮	০.৬
আশিয়ান দেশসমূহ	১.৩	১.৬	১.১	১.৪	১.৫	১.৪
এশিয়ান অঞ্চল	৬.৭	৮.৩	৮.২	৯.৩	৯.৮	৯.৮
বিমসটেক	২.০	২.০	২.৩	২.৪	২.৩	১.৫
ডি-৮ দেশসমূহ	৩.০	৪.১	৩.৯	৩.০	৩.২	৩.৬
পূর্ব ও অন্যান্য ইউরোপিয়ান অঞ্চল	২.২	২.৯	৩.১	২.৫	২.৮	৩.৫
মধ্য প্রাচ্য	১.৪	১.৬	১.৬	১.৭	১.৯	১.৭
ওশেনিয়া অঞ্চল	০.৬	০.৭	১.১	১.৪	১.৬	১.৬
ওআইসি দেশসমূহ	৪.৪	৫.৬	৫.৫	৪.৭	৫.১	৫.৪
সার্ক	২.২	২.২	২.৫	২.৫	২.২	১.৫
আমেরিকা	২৮.১	২৫.৬	২৪.	২৩.৩	২২.৩	২০.৮
ইউরো অঞ্চল	৪৬.৯	৪৩.৮	৪৫.২	৪৬.১	৪৫.১	৪৭.৭
অন্যান্য	০.৭	০.৭	০.৮	০.৮	১.২	১.০

সূত্র: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ

২.৩৬ বাংলাদেশের জন্য বাণিজ্য ক্ষেত্রে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কতগুলো চ্যালেঞ্জ রয়েছে। কিছু চ্যালেঞ্জ বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে সৃষ্ট এবং কিছু প্রাতিষ্ঠানিক ও দীর্ঘ প্রকৃতির। সীমিত রপ্তানি বাজার ও স্বল্প সংখ্যক রপ্তানি পণ্যের ওপর অতি নির্ভরতা, সরবরাহ ঘাটতি, বস্ত্র খাতের কাঁচা মালের আন্তর্জাতিক মূল্যের ওঠানামা, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার কারণে রপ্তানি খাতের উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন ধরে রাখায় সম্ভাব্য ঝুঁকি রয়েছে। অধিকন্তু, তৈরি পোশাক খাতের ভাবমূর্তিহানি পুনরুদ্ধারও একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

আমদানি

২.৩৭ গত ২০১২-১৩ অর্থবছরে আমদানি খাতে ঋণাত্বক প্রবৃদ্ধির কারণে চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এখাতে চাঙ্গাভাব দেখা যাচ্ছে। চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় আমদানি খাতে প্রায় ১৭.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। আমদানি পণ্যের মধ্যে খাদ্য-শস্যের আমদানি উল্লেখযোগ্য হারে (১৪০ শতাংশ) বাড়ার পাশাপাশি মূলধনী যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচা মাল আমদানি বেড়েছে যথাক্রমে ১৯.৭ ও ১০.৭ শতাংশ হারে। এ হিসাবে মধ্যমেয়াদে প্রতিবছর গড়ে ১৪-১৫ শতাংশ হারে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। প্রক্ষেপিত আমদানি প্রবৃদ্ধি বিভিন্ন খাতে চাহিদা হতে উৎসারিত হবে। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে, তৈরি পোশাক, বস্ত্র, হালকা প্রকৌশল ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পের সম্প্রসারণে বেসরকারি খাতে মূলধনী যন্ত্রপাতি ও শিল্প কাঁচামালের বর্ধিত চাহিদা মেটানোর জন্য আমদানি বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। সরকারি খাতে ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণের জন্য

বিনিয়োগ বৃদ্ধির কারণেও নিকট ভবিষ্যতে আমদানি ব্যয়ের চাহিদা বাড়বে। ডিজেল ও জ্বালানী তেল চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনার জন্য পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি ব্যয় বাড়বে।

প্রবাস আয়

২.৩৮ দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে ২০১৩ সালে প্রবাস আয় প্রবাহ মন্থর হওয়ায় পরিমিত প্রবৃদ্ধি ২.৩ শতাংশ অর্জিত হয়েছে, পূর্ববর্তী তিন বছরে যার গড় ছিল ১৩ শতাংশের বেশী। প্রবাস আয়ে মন্থর প্রবৃদ্ধির কারণ হচ্ছে ভারতে প্রান্তিক ১.৭ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জণ আর বাংলাদেশে ঋনাত্বক প্রবৃদ্ধি ২.৪ শতাংশ । বাংলাদেশে যেসকল কারণে প্রবাস আয় প্রবাহ হ্রাস পেয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- উপসাগরীয় অঞ্চলে অতি অল্প সংখ্যক লোকের কাজের সুযোগ লাভ, অধিক সংখ্যক কর্মী দেশে ফিরে আসা ও জোরপূর্বক প্রত্যাবাসন, মুদ্রা বিনিময়ে মার্কিন ডলারের সাথে বাংলাদেশী মুদ্রার সামান্য উপচিতি ঘটা ইত্যাদি। প্রবাস আয়ের ধারা ঘুরে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে ২০১৬ সালে ১৩৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংক-এর এক প্রতিবেদনের প্রাক্কলন অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে ২০১৪ সালে প্রবাস আয়ের প্রবৃদ্ধি ৭.৮ শতাংশ হতে পারে।

২.৩৯ বিশ্ব অর্থনীতির ইতিবাচক দৃশ্যপটের সাথে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের বিদ্যমান বাজারসমূহে জনশক্তি রপ্তানি সম্প্রসারণ ও নতুন বাজার উন্মোচনে বাংলাদেশ সরকারের নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে প্রবাস আয় প্রবাহ প্রচলিত ধারায় ফিরে আসবে। এই বিবেচনায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রবাস আয় প্রবাহে ১২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রবাস আয় প্রবাহে কিছু ঝুঁকি রয়েছে। প্রথমত, মুদ্রা বিনিময় হারের অপ্রত্যাশিত ওঠা-নামা প্রবাস আয় প্রবাহের পরিমাণ ও প্রবৃদ্ধিকে সাময়িকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। দ্বিতীয়ত, শ্রমবাজারের ক্ষেত্রে উপসাগরীয় দেশসমূহের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতার কারণে এ অঞ্চলের সম্ভাব্য রাজনৈতিক অস্থিরতায় প্রবাস আয় কমার ঝুঁকি রয়েছে।

লেনদেন ভারসাম্য

২.৪০ আশা করা যাচ্ছে যে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে তৈরি পোশাক শিল্প ও রপ্তানি সংহত হবে। উপসাগরীয় দেশসমূহে অবকাঠামো উন্নয়নে কাঙ্খিত বিনিয়োগের কারণে প্রবাসী শ্রমিক নিয়োগের চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে প্রবাস আয়ের প্রবৃদ্ধির ধারা স্বাভাবিক হয়ে আসবে। গত দুই বছরে প্রবাস আয়ে পরিমিত প্রবৃদ্ধির ধারা সত্ত্বেও বৈদেশিক মুদ্রার আন্তর্জাতিক মজুদ ক্রমাগত বাড়বে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহ সীমাবদ্ধতা হ্রাস বিশেষ করে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও অবকাঠামো ঘাটতি দূরীকরণের বিদ্যমান উদ্যোগসমূহ অব্যাহত রাখার ফলে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া, আইএমএফ কর্তৃক তিন বছর মেয়াদি ইসিএফ সুবিধার আওতায় সহজ শর্তের ঋণের অর্থ ছাড় অব্যাহত থাকলে লেনদেন ভারসাম্যে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।লেনদেনের ভারসাম্যে সহনীয় পরিস্থিতি বজায় রাখতে উন্নয়ন সহযোগী দেশ হতে সহজ শর্তে বর্ধিত ঋণ প্রাপ্তি এবং বৈদেশিক সাহায্যের সমন্বয় ও কার্যকারিতা বাড়িয়ে পাইপ লাইনে থাকা প্রতিশ্রুত অর্থ ছাড়ের প্রচেষ্টা

অব্যাহত রাখার মাধ্যেম লেনদেন ভারসাম্যের আর্থিক হিসাবে কাঙ্খিত অবস্থা বজায় রাখা যেতে পারে। এ অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়সমূহের ভিত্তিতে মধ্যমেয়াদে সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহের লক্ষ্যমাত্রা/প্রক্ষেপণ সারণি ২.৫ এ দেখানো হয়েছে।

সারণি ২.৬. মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)

খাত	সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচক	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
		প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	বাজেট	প্রক্ষেপণ	প্রক্ষেপণ
প্রকৃত খাত	জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৬.০	৭.২	৬.৫	৭.৩	৭.৬	৮.০
	ভোক্তা মূল্যস্ফীতি (%)	৭.৭	৭.০	৭.০	৬.০	৫.৮	৫.৭
			(জিডিপি'র শতকরা হিসেবে)				
	রাজস্ব আয়	১২.৪	১৪.১	১৩.৩	১৩.৭	১৪.২	১৪.৬
	এনবিআর কর রাজস্ব	১০.০	১১.৪	১০.৬	১১.২	১১.৬	১২.০
	কর বহির্ভূত রাজস্ব	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪
রাজস্ব খাত	এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব	২.১	২.২	২.২	২.১	২.২	২.২
	ব্যয়	**১৬.৮**	**১৮.৭**	**১৮.৩**	**১৮.৭**	**১৯.২**	**১৯.৬**
	তন্মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৪.৭	৫.৫	৫.১	৬.০	৬.৩	৬.৬
	ঘাটতি	-৪.৪	-৪.৬	-৫.০	-৫.০	-৫.০	-৫.০
	অর্থায়ন-অভ্যন্তরীণ	৩.১	২.৯	৩.৫	৩.২	৩.২	৩.২
	অর্থায়ন-বৈদেশিক	১.২	১.৮	১.৬	১.৮	১.৮	১.৮
			(শতকরা পরিবর্তন)				
মুদ্রা খাত	ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ (M2)	১৬.৭	১৬.০	১৭.০	১৬.০	১৬.০	১৬.০
	মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবাহ	১১.০	১৭.৯	১৮.৫	১৭.৫	১৭.১	১৬.৮
	বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ	১০.৮	১৬.০	১৬.৫	১৬.০	১৬.০	১৬.০
	রেমিট্যান্স (শতকরা পরিবর্তন)	১২.৬	১৫.০	১.০	১০.০	১২.০	১২.০
বহিখাত	রপ্তানি (শতকরা পরিবর্তন)	১০.৭	১৫.০	১৫.০	১৫.০	১৪.৫	১৪.৫
	আমদানি (শতকরা পরিবর্তন)	০.৮	১০.০	৮.০	১৫.০	১৪.৫	১৩.০
	চলতি হিসাব (জিডিপির শতকরা হার)	১.৯	২.৫	১.৩	০.৫	০.০	০.১
	বৈদেশিক রিজার্ভ (বিলিয়ন ডলার)	১৫.৩	১৬.৪	১৬.৯	১৭.৯	১৮.৩	১৯.৫
মেমো.	জাতীয় আয় (চলতি বাজার মূল্যে) বিলিয়ন টাকা	১০,৩৮০	১১,৮৮৮	১১,৮১০	১৩,৩৯৫	১৫,১৯৪	১৭,২৬৮

উৎসঃ অর্থ বিভাগ

২.৪১ বৈশ্বিক অর্থনীতি ২০১৪ ও ২০১৫ সালে যথাক্রমে ৩.০ শতাংশ ও ৩.৩ শতাংশ হারে বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা দৃঢ়তর হচ্ছে। চীন ও ভারতসহ কিছু উদিয়মান অর্থনীতিতে গত দুই বছরে যে গতিহ্রাস পেয়েছিল তা রোধ করতে সক্ষম হওয়ায় প্রবৃদ্ধি সম্ভাবনার মোড় পরিবর্তন হয়ে উর্ধ্বমুখী হয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অর্থনীতিতে সবল হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন অব্যাহত থেকে ২০১৫ সালে ৫.৭ শতাংশ উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। এ অবস্থা বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি বাড়ার প্রক্ষেপণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিশ্ব ব্যাংক-এর বিবেচনায় বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি সহনীয় থাকলেও কর্মসংস্থান পরিস্থিতি হবে চ্যালেঞ্জপূর্ণ।

২.৪২ গত দশ বছরে বাংলাদেশ গড়ে ৬.৩ শতাংশ হারে বিস্তৃত পরিসরে বলিষ্ঠ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। গত ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৬.১৮ শতাংশ যেটি ২০২১ সালে বেড়ে উচ্চতার হারে পৌছার প্রত্যাশা করা হচ্ছে। বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতির বিদ্যমান অনুকূল অবস্থা, সরবরাহ ঘাটতি দূরীকরণ এবং দুরদর্শী মুদ্রা ও রাজস্ব নীতির প্রভাবে মূল্যস্ফীতি নিম্নমুখী হওয়ার প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এসকল কারণে বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র পাঁচ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

২.৪৩ প্রবাস আয় প্রবাহ বৃদ্ধিতে নীতি সক্রিয়করণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সাধন অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে দক্ষতা উন্নয়ন, কূটনৈতিক উদ্যোগ, বৈধ পথে প্রবাস আয় প্রেরণে বিদ্যমান বাধাঁ দূর করে সহজে ও বেশী পরিমাণে প্রবাস আয় প্রেরণের জন্য প্রণোদনা বাড়ানো প্রয়োজন। অন্যদিকে, ভবিষ্যতে ঋণের বোঝা সহনীয় পর্যায়ে রাখা এবং ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ নির্বিঘ্ন রাখার লক্ষ্যে সহজশর্তে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সুবিধাসহ অনুদান প্রাপ্তির প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে। একইসাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহার বাড়িয়ে পাইপলাইনে থাকা বৈদেশিক সাহায্য অবমুক্তির প্রচেষ্টা জোরদার করা অপরিহার্য। অধিকন্তু, বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করা যাবে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গত এক দশকে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করায় এ বিশ্বাস জন্মেছে যে সামনের দিনগুলোতে সকল ক্ষেত্রে অব্যাহত অগ্রগতি সাধিত হবে।